(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ।

www.mymensingheducationboard.gov.bd

এইচএসসি পরীক্ষা-২০২১ এর ফরম পূরণের বিজ্ঞপ্তি

স্মারক নং-ময়শিবো/পনি/উমা/০৯/০৪/১৯/৩৩৯ তারিখ : ৩১/০৭/২০২১ খ্রি.

সূত্রঃ ঢাকা বোর্ডের স্মারক নম্বর ১৭৮/উ:মা:পরী/৭৪(অংশ-১)/৮৩৭,তাং: ৩১/০৭/২০২১

এতদ্বারা ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠান প্রধান, ২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে, কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে ঝুকি এড়াতে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঘরে বসে ২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ ও পরীক্ষার ফি এবং যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করতে হবে। **কোন অবস্থাতেই পরীক্ষার্থী বা তাঁর অভিভাবককে প্রতিষ্ঠানে সশরীরে আসতে বলা যাবে না,** প্রয়োজনে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করতে হবে। ময়মনসিংহ বোর্ডের অধীনে ২০২১ সালে অনুষ্ঠিতব্য উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার Online এ ফরম পূরণ, প্রয়োজনীয় ফি প্রদান করার নিয়মাবলি ও তারিখ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১। (ক) ২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের কোন নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না এবং এ সংক্রান্ত কোন ফি প্রতিষ্ঠান আদায় করতে পারবে না।

(খ) কেবল বৈধ রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থীগণ আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবে। কোন পরীক্ষার্থী তার রেজিস্ট্রেশন বহির্ভূত কোন বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে উক্ত বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষা কোনরূপ যোগাযোগ ছাড়াই বাতিল করা হবে।

(গ) **উল্লেখ্য যে, নিয়মিত এবং অনিয়মিত, আংশিক বিষয়ে অকৃতকার্য, শুধু আবশ্যিক বিষয়ে অকৃতকার্য, প্রাইভেট পরীক্ষার্থী, জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী অর্থাৎ সকল ধরণের পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই ফরম পূরণ করতে হবে। ফরম পূরণ ব্যতীত পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রকাশের সুযোগ নেই।**

(ঘ) পরীক্ষার্থী বা তাঁর অভিভাবক এ বছর সোনালী ব্যাংকের মোবাইল অ্যাপ সোনালী ই-সেবা(**Sonali eSheba**) এর মাধ্যমে ঘরে বসেই বোর্ড ফি, কেন্দ্র ফি এবং প্রতিষ্ঠানের পাওনা পরিশোধ করবে এবং পরীক্ষার ফি পরিশোধের মাধ্যম হিসেবে **Nagad, bKash, Rocket, Upay, Sonali eWallet** ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে। **ফি পরিশোধ করার বিস্তারিত বিবরণ ও নির্দেশিকা বোর্ডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। সোনালী ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- Nagad, bKash, Rocket, Upay ফি পরিশোধ সংক্রান্ত নিয়মাবলী বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচার করবে।**

২। Online এ শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা (Probable List) প্রদর্শন: শিক্ষার্থীদের তথ্য সম্বলিত সম্ভাব্য তালিকা ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট **(www.mymensingheducationboard.gov.bd)** এ **১১/০৮/২০২১** তারিখে প্রকাশ করা হবে। নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়ায় উক্ত সম্ভাব্য তালিকা হতে **১২/০৮/২০২১ থেকে ২৫/০৮/২০২১** তারিখের মধ্যে **প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনলাইনে** পরীক্ষার্থী নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে এবং পরীক্ষার্থী কর্তৃক **৩০/০৮/২০২১** তারিখের মধ্যে পরীক্ষার ফি প্রদান করতে হবে।

৩। **প্রতিষ্ঠানের করণীয়:**

(ক) প্রতিষ্ঠানসমূহ ময়মনসিংহ বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে **eSIFXI/eFF** এ ক্লিক করে EIIN ও Password দিয়ে Login করে Probable List এ যেতে হবে এবং তালিকা Print করে হার্ডকপিতে লালকালি ব্যবহার করে (√) টিক চিহ্ন দিয়ে পরীক্ষার্থী নির্ধারণ করতে হবে।

(খ) প্রতিষ্ঠানের বকেয়া পাওনা এবং **শিক্ষার্থী / অভিভাবকের** ০১(এক) টি মোবাইল নম্বর লেখার জন্য Probable List এর খালি ঘরে সঠিকভাবে হিসাব-নিকাশ করে নির্বাচিত প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর প্রতিষ্ঠানের বকেয়া পাওনা (পাওনা না থাকলে '০' শূন্য টাকা) লিখতে হবে। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী বা তাঁর অভিভাবকের সচল মোবাইল নম্বর নিশ্চিত হয়ে সঠিকভাবে লিখতে হবে। **বকেয়া পাওনা প্রদান, মোবাইল নম্বর সংগ্রহ বা অন্য কোন কারণে স্বাস্থ্যবিধি মানার স্বার্থে পরীক্ষার্থী বা তাঁর অভিভাবককে সশরীরে প্রতিষ্ঠানে আসতে বলা যাবে না।**

(গ) প্রয়োজনে EIIN ও Password দিয়ে পুনরায় Login করে উক্ত হার্ডকপি (মুদ্রণকৃত Probable List) তে(√) টিক চিহ্নিত পরীক্ষার্থীর তথ্য কম্পিউটারে প্রদর্শনকৃত Probable List এর সাথে মিলিয়ে পরীক্ষার্থী নির্বাচন (Select) করতে হবে ।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর প্রতিষ্ঠানের মোট বকেয়া পাওনা এন্ট্রি করতে হবে (বকেয়া পাওনা না থাকলে '০' টাকা এন্ট্রি করতে হবে) এবং পরীক্ষার্থীর/অভিভাবকের সচল মোবাইল নম্বর সঠিকভাবে এন্ট্রি করতে হবে । উল্লেখ্য, বোর্ড ফি ও কেন্দ্র ফি Probable List এ প্রদর্শন করাই থাকবে ফলে বোর্ড ফি ও কেন্দ্র ফি এন্ট্রি করার প্রয়োজন নেই।

(ঙ) বর্ণিত নিয়মে সকল পরীক্ষার্থীর প্রতিষ্ঠানের পাওনা ও সচল মোবাইল নম্বর এন্ট্রি করার পর Temporary List Print করে সঠিকভাবে যাচাই করার পর প্রয়োজন হলে প্যানেল থেকে Select/UnSelect করা যাবে এবং প্রতিষ্ঠানের পাওনা ও মোবাইল নম্বর এ পর্যায়ে সংশোধন করা যাবে।

(চ) সঠিকভাবে সংশোধন করার পর Send SMS বাঁটনে Click করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাচিত (Selected) পরীক্ষার্থীদের এন্ট্রিকৃত মোবাইল নম্বরগুলোতে SMS চলে যাবে। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠান যে সকল পরীক্ষার্থীকে ফরম পূরণের জন্য নির্বাচিত করবে শুধু সে সকল পরীক্ষার্থীই ফরম পূরণের জন্য ফি জমা দিতে পারবে।

(ছ) প্রতিষ্ঠানের পাওনা বা মোবাইল নম্বর এন্ট্রিতে ভুল ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী ফি পেমেন্ট না করা পর্যন্ত EDIT বাঁটনে Click করে প্রতিষ্ঠানের পাওনা বা মোবাইল নম্বর সংশোধন করা যাবে। সেক্ষেত্রে সংশোধন করার পর অবশ্যই **পুনরায় Send SMS বাঁটনে Click** করতে হবে। কোন পরীক্ষার্থী পেমেন্ট শেষ করলে আর সংশোধনের সুযোগ থাকবে না।

(জ) নির্ধারিত সময় ও তারিখের মধ্যে কোন পরীক্ষার্থী ফি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তাঁর ফরম পূরণ সম্পন্ন হয়নি বলে গণ্য হবে। তবে যে সকল পরীক্ষার্থী পেমেন্ট নিশ্চিত করেছে তাদের নামের পাশে প্রতিষ্ঠান 'PAID' দেখতে পাবে অন্যগুলো Pending দেখাবে। প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনে "Unpaid Student List" বাঁটনে Click করে ফরম পূরণের নির্ধারিত শেষ তারিখের পূর্বে যে সকল পরীক্ষার্থী পেমেন্ট করে নাই তা দেখতে পাবে। প্রয়োজনে যারা পেমেন্ট করে নাই তাদের সাথে ফোনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ করে ফরম পূরণ সম্পন্ন করবে।

(ঝ) এ পর্যায়ে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে সকল পেমেন্ট হয়েছে কিনা প্রতিষ্ঠান তা নিশ্চিত করবে। ফি পরিশোধ করার নির্ধারিত তারিখের পর ফরম পূরণ কার্যক্রম শেষ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে "Final Candidate List Print" বাঁটনে Click করে চূড়ান্ত তালিকা প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করতে হবে। **চূড়ান্ত তালিকায় পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর নেয়ার প্রয়োজন নেই।**

(ঞ) প্রয়োজন হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্য থেকে ফরম পূরণের কাজ একইভাবে সম্পন্ন করতে পারবে।

৪। **পরীক্ষার্থীর করণীয়:**

SMS এর মাধ্যমে **পরীক্ষার্থীর নাম, এইচএসসি'র রেজিস্ট্রেশন নম্বর, এসএসসি (SSC) রোল,** বোর্ড ফি, কেন্দ্র ফি ও প্রতিষ্ঠানের পাওনাসহ সর্বমোট ফি পৃথকভাবে জানতে পারবে এবং পরীক্ষার ফি পরিশোধের জন্য একাধিক পদ্ধতিও দেখতে পাবে।

পরীক্ষার ফি পরিশোধের পদ্ধতি:

(ক) SMS এ প্রাপ্ত **LINK** ব্যবহার করে **অথবা** সোনালী ব্যাংকের সোনালী ই-সেবা(**Sonali eSheba**) অ্যাপ ব্যবহার করে সোনালী সেবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার সর্বমোট ফি পরিশোধ করতে পারবে। এছাড়া ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটের Student Panel থেকেও সোনালী সেবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার সর্বমোট ফি পরিশোধ করতে পারবে।

(খ) উক্ত তিনটি পদ্ধতিতেই ঘরে বসে সোনালী ব্যাংকের সোনালী ই-সেবা(**Sonali eSheba**) অ্যাপ ব্যবহার করে **Nagad, bKash, Rocket, Upay, Sonali eWallet** ইত্যাদি যে কোন একটির মাধ্যমে পরীক্ষার ফি প্রদান করতে পারবে। তাছাড়া যে কোন Visa, Master Card, American Express, Dbbl Nexus ব্যবহার করেও পরীক্ষার ফি প্রদান করা যাবে। এছাড়াও সোনালী ব্যাংকের একাউন্টধারীরা অনলাইন পেমেন্ট এর মাধ্যমে পরীক্ষার ফি প্রদান করতে পারবে।

(গ) এক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংক এবং মোবাইল ফিনান্সশিয়াল সার্ভিস (MFS)এর সার্ভিস চার্জও (বোর্ড কর্তৃক নির্ধারণকৃত) অপারেটর কেটে নিবে। যে অপারেটরের মাধ্যমে ফি পরিশোধ করা হবে সেই অপারেটরের সংশ্লিষ্ট একাউন্টে/ওয়ালেটে বোর্ড ফি, কেন্দ্র ফি ও প্রতিষ্ঠানের পাওনা এবং সার্ভিস চার্জসহ সর্বমোট টাকার ন্যূনতম ব্যাল্যান্স থাকতে হবে।

(ঘ) পেমেন্ট করার পর পরীক্ষার্থীকে তাঁর ফরম পূরণ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে একটি SMS এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে। কোন কারিগরি ত্রুটির কারণে পরীক্ষার্থী SMS না পেলে বোর্ডের ওয়েবসাইটে Student Panel থেকে তাঁর ফরম পূরণের Status যে কোন সময় দেখতে পাবে। **প্রতিষ্ঠানকর্তৃক নির্বাচিত পরীক্ষার্থীরাই ফরম পূরণের জন্য ফি জমা দিতে পারবে।**

(বি.দ্রঃ নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে কোন পরীক্ষার্থী ফি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তাঁর ফরম পূরণ সম্পন্ন হয়নি বলে গণ্য হবে।)

৫। **ইলেক্ট্রনিক ফরম ফিলাপ eFF এর কার্যক্রমের তারিখ নিম্নে প্রদত্ত হলো :**

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	তারিখ
ক	ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডের ওয়েব সাইটে শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা (Probable List) প্রদর্শন	১১/০৮/২০২১
খ	বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত সম্ভাব্য তালিকা (Probable List) হতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনলাইনে পরীক্ষার্থী নির্বাচন করার তারিখ বি:দ্রঃ (ক) নিয়মিত, অনিয়মিত, আংশিক বিষয়ে অকৃতকার্য, শুধু আবশ্যিক বিষয়ে অকৃতকার্য, প্রাইভেট পরীক্ষার্থী, জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই ফরম পূরণ করতে হবে। **ফরম পূরণ ব্যতীত পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রকাশের সুযোগ নেই।** (খ) একই নামের একাধিক ছাত্র/ছাত্রী থাকলে প্রকৃত পরীক্ষার্থী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে নির্বাচন করতে হবে, যাতে প্রকৃত পরীক্ষার্থীর পরিবর্তে অন্য কোন শিক্ষার্থীর নাম নির্বাচিত না হয়। অনুরূপ ভুলের জন্য যাবতীয় দায় প্রতিষ্ঠান প্রধানকে বহন করতে হবে।	১২/০৮/২০২১ থেকে ২৫/০৮/২০২১
গ	SMS প্রাপ্তির পর পরীক্ষার্থী কর্তৃক ফি প্রদান করার শেষ তারিখ	৩০/০৮/২০২১

৬। যে সকল প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু পরীক্ষার্থী রয়েছে তাদের তালিকা নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী তৈরি করে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ (দশ) দিনের মধ্যে মূল কপি স্ক্যান করে smmobashirhossain1978@gmail.com ই-মেইল ঠিকানায় পাঠাতে হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীদের ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।

"ছক"

ক্রমিক	বিভাগ	বিষয়ের নাম	বিষয় কোড	শিক্ষাবর্ষ	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা

৭। **এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত :**

(ক) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৮/২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এক বা একাধিকবার অংশগ্রহণ করে এক/দুই বিষয়ে (চতুর্থ বিষয় বাদে) অকৃতকার্য/অনুপস্থিত হয়েছিল, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০২১ সালে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষায় অবশিষ্ট অকৃতকার্য/অনুপস্থিত বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে পরীক্ষার্থীগণ ইচ্ছা করলে এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর ন্যায় গ্রুপ ভিত্তিক তিনটি নৈর্বাচনিক বিষয়ের পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করতে পারবে।

(খ) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৮/২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এক/দুই বিষয়ে অকৃতকার্য/অনুপস্থিত হয়ে ২০১৮/২০১৯ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ঐ এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকালে বহিস্কার অথবা অভিযুক্ত হয়েছে এবং শৃঙ্খলা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৮/২০১৯/২০২০ সালের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০২১ সালের সকল বিষয়(গ্রুপভিত্তিক তিনটি নৈর্বাচনিক বিষয়)/এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষার জন্য ফরমপূরণ করতে পারবে।

(বি:দ্রঃ আবশ্যিক বিষয়ের কোন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না তবে আবশ্যিক বিষয়ে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীকেও ফরমপূরণ করতে হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার মূল্যায়ন ব্যবহারিক নোটবুক হতে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।)

৮। **২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ৪র্থ বিষয়ের সুবিধা সংক্রান্ত :**

পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালায় উল্লিখিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-শিম/শা:১০/৭ পরীক্ষা ২(গ্রেডিং)/২০০২/৬১০, তারিখ: ০৪/০১/০৩ এর ১(ঞ) এ বর্ণিত নিয়ম মোতাবেক ২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীগণকে ৪র্থ বিষয়ের সুবিধা প্রদান করা হবে।

৯। **রেজিস্ট্রেশন ও সেশন সংক্রান্ত :**

(ক) ২০১৬-১৭ সেশনের পূর্বের রেজিস্ট্রেশনধারী কোন পরীক্ষার্থী ২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। **তবে ২০১৫-১৬ সেশনের এক বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে এক বিষয়ের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।**

(খ) পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

১০। **রেজিস্ট্রেশন নবায়ন সংক্রান্ত :**

(ক) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষার যে কোন এক বা একাধিক বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এক বিষয়ের (চতুর্থ বিষয় বাদে) পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে এবং যে কোন কারণে তারা ২০১৮ ও ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি অথচ তাদের ২০২০ সালে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তারাও অতিরিক্ত ১০০/-(একশত) টাকা নবায়ন ফি বোর্ড ফি'র সাথে পরিশোধ করে শুধু একবারের জন্য রেজিস্ট্রেশন নবায়নপূর্বক ২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(খ) রেজিস্ট্রেশন নবায়নকৃত পরীক্ষার্থীর নবায়ন ফি বাবদ অর্থ ফরম পূরণের (eFF) ফি এর সাথে গ্রহণ করা হবে বিধায় নবায়নকৃত পরীক্ষার্থীকে আলাদাভাবে নবায়ন ফি বাবদ অর্থ প্রদান করতে হবে না।

(বি.দ্র. : দুই বা ততোধিক বিষয়ে অকৃতকার্য থাকলে কখনই রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করা যাবে না।)

১১। **জিপিএ উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত :**

(ক) রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে জিপিএ উন্নয়নের জন্য পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার অব্যবহিত পরের বছরেই এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে যে সকল পরীক্ষার্থী ২০২০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ (পাঁচ) এর কম পেয়েছে তারা জিপিএ উন্নয়নের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর ন্যায় নৈর্বাচনিক বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। জিপিএ উন্নয়নের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করা যাবে না।

(খ) এক/দুই বিষয়ের অকৃতকার্য যে সকল পরীক্ষার্থী ২০২০ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ করে প্রবেশ পত্র পেয়েছে এবং উত্তীর্ণ হয়েছে তারা কখনই জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

১২। **নৈর্বাচনিক বিষয় ও সিলেবাস সংক্রান্ত :**

বিষয়	সিলেবাসের বিবরণ
রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত	রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৯-২০, ২০১৮-১৯, ২০১৭-১৮, ২০১৬-১৭, ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২১ সালের পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাসও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
পৌরনীতি ও সুশাসন,সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি, যুক্তিবিদ্যা ও ভূগোল	পৌরনীতি ও সুশাসন, সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাসও সংস্কৃতি, অর্থনীতি, যুক্তিবিদ্যা ও ভূগোল ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৯-২০, ২০১৮-১৯, ২০১৭-১৮, ২০১৬-১৭, ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০২১ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২১ সালের পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন	ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৯-২০, ২০১৮-১৯, ২০১৭-১৮, ২০১৬-১৭, ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০২১ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২১ সালের পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
ইসলাম শিক্ষা	ইসলাম শিক্ষা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৯-২০, ২০১৮-১৯, ২০১৭-১৮, ২০১৬-১৭, ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০২১ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২১ সালের পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
আরবি, লঘু সংগীত, উচ্চাঙ্গ সংগীত, ক্রীড়া	আরবি, লঘু সংগীত,উচ্চাঙ্গ সংগীত, ক্রীড়া ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২১ সালের পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন, খাদ্য ও পুষ্টি, শিশু বিকাশ	গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন, খাদ্য ও পুষ্টি, শিশু বিকাশ ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৯-২০,২০১৮-১৯, ২০১৭-১৮,২০১৬-১৭, ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২১ সালের পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাসও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।

(বি:দ্রঃ একজন নিয়মিত পরীক্ষার্থী গ্রুপ ভিত্তিক ০৩টি নৈর্বাচনিক বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। আবশ্যিক বিষয় ও ৪র্থ বিষয়-এর কোন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না।)

১৩। সকল প্রকার পরীক্ষার্থীর **বোর্ড ফি** এর হার নিম্নোক্ত ছকে দেয়া হলো :

পরীক্ষার্থীর প্রকার	পরীক্ষার ফি (প্রতি পত্র)	ব্যবহারিক নম্বর প্রক্রিয়াকরণ ফি (প্রতি পত্র)	একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	সনদ ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	অনিয়মিত ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	অনুমতি/ তালিকাভূক্তি ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	রোভার স্কাউট/গার্লস গাইড ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
নিয়মিত পরীক্ষার্থী	১০০/-	৫/-	৫০/-	১০০/-			১৫/-	৫/-
অনিয়মিত পরীক্ষার্থী যারা ইতোপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি	১০০/-	৫/-	৫০/-	১০০/-	১০০/-		১৫/-	৫/-
অনিয়মিত পরীক্ষার্থী যারা ইতোপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে	১০০/-	৫/-	৫০/-		১০০/-		১৫/-	৫/-
জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী	১০০/-	৫/-	৫০/-	১০০/-		১০০/-	১৫/-	৫/-
প্রাইভেট পরীক্ষার্থী	১০০/-		৫০/-	১০০/-		১০০/-	১৫/-	৫/-
আবশ্যিক বিষয়ের অকৃতকার্য আংশিক পরীক্ষার্থী			৫০/-		১০০/-		১৫/-	৫/-
অন্যান্য ফি এর হার (যাদের বেলায় প্রযোজ্য) : (ক) রেজিস্ট্রেশন নবায়ন ফি প্রতি পরীক্ষার্থী ১০০/- (একশত টাকা)। (খ) প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ফি : প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর ব্যবস্থাপনা ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী) ১০০/- (একশত টাকা)।								

১৪। **কেন্দ্র ফি সংক্রান্ত :**

(ক) এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র ফি জন প্রতি ৩০০/-(তিনশত টাকা) (কেন্দ্র ফি থেকে ট্যাগ অফিসারের সম্মানী ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করতে হবে)। আদায়কৃত কেন্দ্র ফি হতে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান ১০% টাকা নিজস্ব ব্যয়ের জন্য রেখে অবশিষ্ট ৯০% টাকা পরীক্ষা কেন্দ্রের/ভেন্যুর ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রদান করতে হবে।

(খ) ব্যবহারিক প্রতি পত্রের জন্য ব্যবস্থাপনা ফি ০৫/-(পাঁচ) টাকা (ব্যবহারিক প্রতি পত্রের জন্য ব্যবস্থাপনা ফি ০৫/-এর ৪০% বা ২[দুই] টাকা প্রতিষ্ঠান এবং ৬০% বা ৩[তিন] টাকা কেন্দ্র ব্যয় করবে)।

(গ) এইচএসসি পরীক্ষার ব্যবহারিক নোটবুক মূল্যায়ন ফি পত্র প্রতি ০৫/-(পাঁচ) টাকা (পাঠদানকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষককে প্রদান করবেন)।

বি:দ্রঃ কেন্দ্র ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ দিয়ে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র/কলেজ কর্তৃপক্ষ তত্ত্বীয় পরীক্ষার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করবেন। বোর্ড অফিস হতে সাদা উত্তরপত্র এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ কেন্দ্র ফি হতে বহন করতে হবে। অর্থাৎ পরীক্ষা কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয় কেন্দ্র ফি হতে সংকুলান করতে হবে। ভেন্যু কেন্দ্রের পরীক্ষা পরিচালনার সকল প্রকার ব্যয়ভার মূল কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বহন করবেন।

(ঘ) **শুধু আবশ্যিক বিষয়ের অকৃতকার্য আংশিক পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্র ফি প্রদান করতে হবেনা। তবে অবশ্যই ফরমপূরণ করতে হবে।** আংশিক বিষয়ের অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর ন্যায় গ্রুপ ভিত্তিক তিনটি নৈর্বাচনিক বিষয়ের পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করলে বা শুধু একটি/দুইটি নৈর্বাচনিক বিষয়ের পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করলে সেক্ষেত্রে কেন্দ্র ফি প্রদান করতে হবে।

১৫। **নিয়মিত শিক্ষার্থী প্রতি ফরম পূরণ ফি নিম্নলিখিত হারে নির্ধারণ করা হয়েছে :**

ক্রমিক	বিবরণ	বিজ্ঞান শাখা	মানবিক শাখা	ব্যবসায় শিক্ষা শাখা
১	বোর্ড ফি	৮০০.০০	৭৭০.০০	৭৭০.০০
২	কেন্দ্র ফি (ব্যবহারিক সহ)	৩৬০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০
	সর্বমোট =	১১৬০.০০	১০৭০.০০	১০৭০.০০
বিশেষ দ্রষ্টব্য : মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় কোন পরীক্ষার্থীর নৈর্বাচনিক বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা থাকলে বিষয় প্রতি আরও ৩০.০০ (ত্রিশ) টাকা যোগ হবে। (৩০/-[ত্রিশ]এর বিভাজন- বিষয় প্রতি বোর্ড ফি ১০/-[দশ], কেন্দ্র ফি ১০/-[দশ] এবং ব্যবহারিক নোটবুক মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক পত্র প্রতি ৫+৫= ১০/-[ত্রিশ] টাকা প্রাপ্য হবেন।)				

** বর্ণিত অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেমে পরীক্ষার্থীর ফরম পূরণ বাবদ বোর্ড ফি, কেন্দ্র ফি ও প্রতিষ্ঠানের পাওনাসহ সর্বমোট ফি শিক্ষার্থী, অভিভাবক, প্রতিষ্ঠান প্রধান ও বোর্ড কর্তৃপক্ষ সিস্টেম হতেই জানতে পারবে। রেজিষ্ট্রেশন কার্ডে উল্লিখিত সেশন (১ম ও ২য় বর্ষ মিলে সর্বমোট ২৪ মাস অর্থাৎ ০১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত) এর বাইরে বেতন/ফি বা অন্য কোন ফি আদায় করা যাবে না।

** কোন অবস্থাতেই নির্ধারিত ফি এর অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা যাবে না। এ সংক্রান্ত কোন তথ্য দৃষ্টিগোচর হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ফরম পূরণ প্যানেল বন্ধ করাসহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৬। পরীক্ষার ফি (বোর্ড ফি, কেন্দ্র ফি ও প্রতিষ্ঠানের পাওনাদি) বোর্ড ও প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ সংক্রান্ত :

(১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের হুবহু ইংরেজি নামে নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকে একাউন্ট করতে হবে এবং এ একাউন্ট নম্বরসহ অন্যান্য তথ্য বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্যানেলের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠাতে হবে।

(২) ফরমপূরণ কার্যক্রম শেষে প্রতিষ্ঠানের নামে সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত একাউন্টে কেন্দ্র ফি ও প্রতিষ্ঠানের পাওনাদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে যাবে। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্ধারিত কেন্দ্র ফি'র অংশ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রকে প্রদান করবে।

(৩) ফরমপূরণ কার্যক্রম শেষে বোর্ডের নামে সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত একাউন্টে বোর্ড ফি স্বয়ংক্রিয়ভাবে জমা হবে।

(৪) Online এ পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণ কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর প্রতিষ্ঠান "Payment Statement" বাঁটনে Click করে বোর্ড ফি, কেন্দ্র ফি এবং প্রতিষ্ঠানের পাওনার আলাদা আলাদা হিসাবের একটি স্টেটমেন্ট প্রিন্ট করতে পারবে।

(৫) কোন কারণে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হলে ২০২০ সালের এইচএসসি পরীক্ষার অনুরূপ ফরম পূরণের অর্থ ফেরত দেয়া হবে।

(৬) এই বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত তারিখের পর কোনক্রমেই পরীক্ষার ফি ও অন্যান্য কাগজপত্র গ্রহণ করা হবে না।

১৭। হেল্প লাইন(HelpLine):

(ক) বোর্ডের কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগের জন্য ফোন নম্বর- ০১৬১৭-৩৬৭২২৫

(খ) প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের জন্য ঢাকা বোর্ড হতে সরবরাহকৃত ফোন নম্বর-০১৩০৯[EIIN] (যেমন-০১৩০৯ এর সাথে প্রতিষ্ঠানের ৬ ডিজিটের EIIN নম্বর। অর্থাৎ কোন প্রতিষ্ঠানের EIIN নম্বর যদি ৮৮৮৮৮৮ হয় তবে প্রতিষ্ঠানের মোবাইল নম্বর হবে ০১৩০৯৮৮৮৮৮৮) / গত ১৯/০৭/২০২১ তারিখে অত্র বোর্ডের সচিব মহোদয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত (স্মারক নম্বর:ময়শিবো/প্রশা/০২/২৫/১৮/৯৮,তারিখ:১৯/০৭/২১) বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বোর্ডের সার্ভারে যে মোবাইল নম্বর প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ এন্ট্রি করেছেন সেই নম্বর।

** যে কোন জরুরী প্রয়োজনে বোর্ড কর্তৃপক্ষ, পরীক্ষার্থী/অভিভাবক, মোবাইল অপারেটর কর্তৃপক্ষ বা সোনালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের জন্য উক্ত মোবাইল নম্বর ব্যবহার করবে। একারণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান কে উক্ত নম্বর অবশ্যই সচল রাখতে হবে।

(গ) সোনালী ব্যাংকের হেল্প লাইন-০১৭০৮-৪৯৮১৬১, ০১৭১৩-২০৬৮৬৩

১৮। অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত

(ক) অবৈধ রেজিস্ট্রেশন, বোর্ডের অনুমতি ছাড়া অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠান বদলি ও অভিযুক্ত হওয়ার কারণে কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এ ছাড়াও অন্য যে কোন ধরনের অবৈধ শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার অনুমতি দিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান দায়ী থাকবেন।

(খ) এ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলি সঠিকভাবে অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সকল প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

৩১/৭/২০২১
(মোঃ সামছুল ইসলাম)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,
ময়মনসিংহ।
ফোন ঃ ০৯১-৫৩৩৩৫
E-mail :conbisemym@gmail.com

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলোঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা ;
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ;
৪। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ;
৫। জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল জেলা;
৬। কলেজ পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ;
৭। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৮। মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৯। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল উপজেলা;
১০। প্রতিষ্ঠান প্রধান, ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
১১। সহকারি প্রোগ্রামার,মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ;
১২। জেলা শিক্ষা অফিসার, ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল জেলা;
১৩। মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল উপজেলা;
১৪। সকল কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ;
১৫। অফিস কপি।

মোবাশ্বির ৩১.৭.২২

(এস.এম.মোবাশ্বির হোসেন)
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,
ময়মনসিংহ।
E-mail: smmobashirhossain1978@gmail.com